কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও

(বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের জীবনে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তার প্রথম কারণ এই বছরটি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ১৭৫তম বর্ষপূর্তি এবং দ্বিতীয় কারণ এই বছরে বিদ্যালয় তার পঞ্চাশতম বর্ষে প্রবেশ করেছে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয় বহু চড়াই উতরাই জয় করে, বিপুর সংগ্রামের মাধ্যমে কঠিন বাধাকে অতিক্রম করে যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নির্মাণ করেছে তার তুলনা মেলা ভার। অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও দারিদ্র্য-পীড়িত বহু পরিবারের ছাত্র এই বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একদিকে যেমন আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বনির্ভর হতে পেরেছে তেমনি অন্যদিকে বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাদের কর্মকুশলতা ও দায়িত্ববোধের নিরিখে, যথার্থ মানবসম্পদ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। পুণ্যভূমি কামারপুকুরের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল বিগত পঞ্চাশ বছরে বহু ছাত্রের জীবনকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে চালিত করে তাদের জীবন ও কর্মকে সংসারের বহু মানুষের কল্যাণসাধনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে প্রাণিত করেছে।

কামারপুকুর গ্রামের ধনাঢ্য লাহা-পরিবারের প্রাচীন দুর্গামন্দির-সংলগ্ন মণ্ডপ তথা নাটমন্দিরের পাঠশালায় শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালে পাঠগ্রহণের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। সেই কাহিনি সর্বজনবিদিত। পরবর্তীকালে সেই বিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে নানা স্থান পরিবর্তন করে অবশেষে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীন হয়েছিল। তখন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল একশ। সেই দূরসম্পর্কিত সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাক্তনী হিসাবে গ্রহণের দাবিদার এই বিদ্যালয় যে অনন্য ও অভিনব গৌরবের ও আনন্দের অধিকারী তা বোধকরি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্ বুনিয়াদি বিভাগ সংযুক্তিকরণের পর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয় সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। তখন বিজ্ঞান, কলা ও কৃষি বিভাগ সমন্বিত একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। ইতিমধ্যে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের আরও একটি করে বিভাগের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় একটি প্রাক্-বৃত্তি কারিগরি শিক্ষণকেন্দ্র সংযোজিত হয়। অবশ্য অনিবার্য কারণে সেটি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা ৭৪১। তার মধ্যে বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ১২৫ জন বিদ্যার্থী থাকে। এছাড়াও কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি গ্রামীণ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার জনসচেতনতা ও শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। আবৃত্তি, প্রবন্ধ-রচনা, বিতর্ক, শিল্পপ্রদর্শনী, ক্রীড়া-

প্রতিযোগিতা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, যাত্রাভিনয়, শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাসভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তৎকালীন বিদ্যালয়-সম্পাদক স্বামী সারদেশ্বরানন্দ ৬ জানুয়ারি ১৯৬৪ তারিখে স্বামী বিবেকান্দের জন্মতিথিতে 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পত্রিকা' প্রকাশ করেন। তখনও বিদ্যালয় পত্রিকা 'সারদা' নামে নির্দিষ্ট হয়নি। সম্ভবত ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বিদ্যালয় পত্রিকা 'সারদা' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজন্মতিথি ভাবগম্ভীর পরিবেশে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে পালিত হয়। এদিন বিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী এক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তদানীন্তন স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর অন্তবর্তী কালে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের (যা বর্তমান কালেরও বিদ্যালয় গৃহ) দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব ধীরেন্দ্রমোহন সেন এবং বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিরতণী সভার সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সেই কালের প্রধান পরিদর্শক বি.কে. নিয়োগী মহাশয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে বিদ্যালয় ক্রীড়াঙ্গনে দু-সপ্তাহব্যাপী 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী শিল্ড টুর্নামেন্ট' - এর সূচনা হয়। এই প্রতিযোগিতা সমগ্র হুগলি জেলার যুব-মানসে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ঐ বছরেই কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ সমিতি বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে গোলপার্কে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার -এ নিখিল ভারত বিদ্যালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আনন্দ ও গৌরবের বিষয়, সেই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় কামারপুকুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মানবেন্দ্র সাহা এবং নবম শ্রেণির ছাত্র প্রভাতরঞ্জন ঘোষ যথাক্রমে ইংরাজি ও বাংলা বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে-সব অভ্যাগতদের শুভ পদার্পণ ঘটেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, স্বামী নিখিলানন্দজী মহারাজ, আচার্য বিনোবা ভাবে এবং বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯৬৫, ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বহুমুখী বিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে ৭ জন, ২৩ জন এবং ২৪ জন পরীক্ষার্থী উচ্চ-মধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-অভিনীত গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে 'চিকিৎসা সংকট' এবং পূজাবকাশের অব্যবহিত পরে 'গ্রহের ফের' নাটক দুটি দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্বে একটি দুঃসহ অভিজ্ঞতা বহুমুখী বিদ্যালয়ের জীবনকে বিষণ্ণ-বিধুর করে তুলেছিল। কারণ ঐ বছরে ২ নভেম্বর কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ এবং বিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতীম সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী সারদেশ্বরানন্দজী মহারাজ দেহত্যাগ করেন। তাঁর মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে ১৪ নভেম্বর ১৯৬৬ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় বিপুল সংখ্যক অনুরাগীর উপস্থিতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (NCC) গঠন, খেলাধূলা ও ব্যায়ামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ছাত্রগণ বিশেষ সাফল্যের পরিচয় রেখেছিল। ষাট ও সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে বিদ্যালয়ে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ও পর্যায়ক্রমে হকি, বাস্কেট বল, বেস বল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, টেনিকয়েট ও কবাডি খেলার আয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে একজন উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জাতীয় বৃত্তি (National Scholarship) লাভ করে প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আয়োজিত উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র বিজ্ঞান বিভাগে কিঙ্কর সরকার ত্রয়োদশ স্থান, কৃষিবিদ্যা বিভাগে অসিত মন্ডল সপ্তম স্থান এবং মানবিকবিদ্যা বিভাগে সুদীপ কুন্ডু অষ্টম স্থান অধিকার করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। পরবর্তী বছরগুলিতেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রদের ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম প্রাচীর পত্রিকা (Wall Magazine) 'মুকুর' আত্মপ্রকাশ করে। সেই বছরে গান্ধী জন্ম-জয়ন্তীতে ছাত্র-অভিনীত 'উৎসব' নাটকটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিদ্যালয়ে শুভাগমন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ সতেন্দ্রনাথ সেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ও বিদ্যালয়ের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী বীতশোকানন্দজী মহারাজ পরলোকগমন করেন। স্বামী নির্জরানন্দজী মহারাজ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'সারদা' পত্রিকা ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ খিস্টাব্দের মধ্যে যাঁদের আগমন বিদ্যলায় জীবনে আনন্দের জোয়ার এনেছিল তাঁদের মধ্যে পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী মহারাজ ও প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক অমল দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে শিক্ষক-অভিনীত 'ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র' সুখ্যাতি লাভ করে। তাছাড়া ছাত্র-অভিনীত 'মহারাজা নন্দকুমার', 'নচিকেতা', 'ফস্কা গেরো', 'কুশধ্বজ', 'গুরুদক্ষিণা', 'জোনাকি', 'জাগোরে ধীরে' নাটকগুলি সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে, যার আনন্দ-স্মৃতি আজও জনমানসে অম্লান হয়ে আছে।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় ক্লাব আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এই বিদ্যালয় বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। পরবর্তী অনেকগুলি বছরেও বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ সেই গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছিল। সেই বছরে বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সুভাষ ভৌমিক। ১৯৭৭ খিস্টাব্দে পানাগড়ে আয়োজিত এন.সি.সি. ক্যাম্পে কামারপুকুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের ক্যাডেটগণ যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করে। ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ৭৮ এবং ৬৮ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আয়োজিত গ্রামীণ শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বিভাস ভট্টাচার্য মেধাবৃত্তি লাভ করে। পরবর্তী তিন বছরের জন্য প্রতি বছরে এক হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করে ছাত্রটি প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করে।

১৯৮০ থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যাঁদের পূত সঙ্গ ও উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের প্রেরণা দান করেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, স্বামী অজজানন্দজী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোম সেক্রেটারি রথীন সেনগুপ্ত, ক্রীড়া বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি অশোক ভট্টাচার্য ডি.আই.জি অব পুলিশ গোলক মজুমদার, প্রখ্যাত ফুটবলার শৈলেন মান্না, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী রাম চট্টোপাধ্যায়।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি 'জনশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধ-রচনা প্রতিযোগিতায়

আয়োজন করে। সেই প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র অরিজিৎ সিংহ প্রথম স্থান অধিকার করে। এই পর্বে বিদ্যালয়ের প্রাচীর পত্রিকা 'মুকুর' বহুজনের প্রশংসা অর্জন করে।

জন্মলগ্ন থেকেই বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মান বিশেষ উন্নত। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবছর একাধিক ছাত্র 'জাতীয় বৃত্তি' লাভ করেছে এবং সত্তর দশকের মধ্য ভাগ থেকে অনেক ছাত্র 'গ্রামীণ মেধাবৃত্তি' লাভ করে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য ও কেষ্ট মিত্র। এই পর্বে বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজের সাহচর্যে ধন্য হয়েছে। তাছাড়াও এই সময় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন দুজন রাজ্যপাল যথাক্রমে অনন্তপ্রসাদ শর্মা ও বিজয় দত্ত পান্ডে এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিদ্যালয়ের এসেছিলেন।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বালি দেওয়ানগঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশন 'পল্লীমঙ্গল' এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দে অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করে।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের তিরোধানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে বিশেষ পূজা ও নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়। সেই উপলক্ষে আয়োজিত ভান্ডারায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সুষ্ঠু পরিচলনায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় কামারপুকুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র বিকাশতরু ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করে। ঐ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও গোঘাট ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় সুকুমার রায় জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সপ্তম শ্রেণির ছাত্র শুভব্রত শাসমল প্রথম পুরস্কার লাভ করে। সুকুমার রায় বিষয়ক প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে এই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির মিল্টন সরকার, নবম শ্রেণির অনুরণন ভৌমিক এবং দশম শ্রেণির সৌম্যেন নন্দী। স্বামী বিবেকান্দের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি বিদ্যালয় ও যুব সংঘ অংশগ্রহণ করে। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের সর্বমোট তেইশ জন ছাত্র সঙ্গীত, বাগ্মিতা, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে রেকর্ড সৃষ্টি করে।

১৯৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ে শুভ পদার্পণ করেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, বিশিষ্ট সাংবাদিক, হুগলী জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, আরামবাগ মহকুমাশাসক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

১৯৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠে আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় এই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র শুভাশিস দাস প্রথম পুরস্কার লাভ করে। জয়রামবাটী রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার সিনিয়ার ও জুনিয়র গ্রুপের প্রত্যেকটিতেই কামারপুকুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

১৯৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন যুবদিবস হিসাবে পালিত হয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মতিথিতে প্রভাতফেরি, আলোচনাসভা ও নর নারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি, সাধারণতন্ত্র দিবস, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, সরস্বতী পূজা ও বিশ্বকর্মা পূজা, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত হয়। যথারীতি বিদ্যালয় প্রাচীর পত্রিকা 'মুকুর' ও ছাত্রাবাস প্রাচীর-পত্রিকা 'চরৈবেতি' প্রকাশিত হয়।

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ, স্বামী সনাতনানন্দজী মহারাজ, প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ডঃ তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং UNESCO এর প্রতিনিধি গৌরীশঙ্কর ঘোষ। এছাড়াও জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে জাতীয় যুবদিবস আয়োজিত গল্পরচনা প্রতিযোগিতার বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র শিবব্রত পালধি প্রথম পুরস্কার পায়। গোঘাট ব্লক কর্তৃক আয়োজিত গল্পরচনা প্রতিযোগিতার বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র শিবব্রত পালধি প্রথম পুরস্কার পায়। গোঘাট ব্লক কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাচক্রে যোগদান করে সপ্তম শ্রেণির সমীর মুখোপাধ্যায় প্রথম স্থান লাভ করে।

২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ে Eco-club গঠিত হয়। তাছাড়া কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রি-সিনিয়র গ্রুপে প্রথম পুরস্কার লাভ করে সপ্তম শ্রেণির কৃষ্ণেন্দু দোলুই। সিনিয়র গ্রুপে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পায় দশম শ্রেণির সৌগত সাঁতরা ও কৌশিক লাহা। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যাঁরা ছাত্রদের উৎসাহ দেন তাঁদের মধ্যে স্বামী সনাতনানন্দজী মহারাজ, পন্ডিত ও শিক্ষাবিদ্ ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি রণজিৎ চক্রবর্তী, আরামবাগ মহকুমার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক আবেদ আলি মল্লিক মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ১০১ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০০ জন প্রথম বিভাগে এবং ১ জন দ্বিতীয় বিভাগে উর্ত্তীর্ণ হয়। ৫০ জন স্টার নম্বর লাভ করে।

২০০৩ ও ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ৭৬ জন এবং ৮১ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই অর্থাৎ ৭৬ জন এবং ৮১ জনই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ফলত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়কে বিশেষ স্বীকৃতি জানিয়ে শংসাপত্র প্রদান করে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ৯৭ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৬ জন প্রথম বিভীগে উত্তীর্ণ হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় ৭৭২ নম্বর এবং সুকৃতি সরকার ৭৫৬ নম্বর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে দশম ও সপ্তদশ স্থান অধিকার করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২০০৭ এবং ২০১০ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্র নীলাঞ্জন কর্মকার ৭৯২ নম্বর পেয়ে চতুর্থ এবং শুভেন্দু পন্ডিত ৭৫২ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে।

দিনক্ষণ সম্পর্কে সঠিক নথি হাতের কাছে না থাকলেও কামারপুকুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠানকে যাঁদের উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ ও আনন্দঘন করে তুলেছে তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত গবেষক-লেখক ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিশিষ্ট বিজ্ঞান-লেখক অরূপরতন ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সুজিত বসুর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাছাড়া তারকা ফুটবলার চুনী গোস্বামী, পি.কে. ব্যানার্জী, শ্যামল ঘোষের আগমন বিদ্যালয় জীবনকে রঙিন করে দিয়েছে।

গত ১৩ আগস্ট ২০১০ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ। স্বামী শিবস্থানন্দ মহারাজের তত্ত্বাবধানে ছাত্রাবাসের আবাসিকবৃন্দের রাঁচি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে শিক্ষামূলক ভ্রমণ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। গত ১৫ আগস্ট ২০১০ ও ২৩ জানুয়ারি ২০১১ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যথাক্রমে স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ ও স্বামী অদ্রিজানন্দজী মহারাজ। ছাত্ররা এই উপলক্ষে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ২০১০ অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি পরিষদের অন্যতম সদস্য স্বামী বিমলাত্মানন্দজী মহারাজের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত শিক্ষাবর্ষে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র কুমারেশ কর্মকার হুগলি জেলায় ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া মহকুমাস্তরে ৮০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে নবম শ্রেণির শান্তনু ঘোষ এবং অষ্টম শ্রেণির সুমন রায় উভয়েই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র অর্ঘ্য নন্দী যোগাসন প্রতিযোগিতায় হুগলি জেলার প্রতিনিধিত্ব করে দলগতভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০ জয়রামবাটীতে রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠের সঙ্গে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিপুল জনসমাগম ও আন্তরিক উষ্ণতায় প্রীতি ফুটবল খেলা সকলের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

গত ২৫ জানুয়ারি ২০১১ বিগত শিক্ষাবর্ষের (২০১০ - ২০১১) বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী মহারাজ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (স্বশাসিত) এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক (ডঃ) আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের বক্তব্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন ও স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ। ছাত্রদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের প্রশংসা অর্জন করে। স্বামী শিবপ্রদানন্দজী মহারাজ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মতিথি ও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিদ্যালয়ে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের (১৯৬২-২০১১) শুভ সূচনা হয় গত ২৬ জানুয়ারি ২০১১। সকাল ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির থেকে স্বামী জাতবেদানন্দজী মহারাজের সহযোগিতায় পূতাগ্নি সংগ্রহ করে পঞ্চাশটি মশাল হাতে পঞ্চাশ জন ছাত্র জয়ধ্বনি সহযোগে বিদ্যালয় অভিমুখে রওনা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ শোভাযাত্রা বিদ্যালয়ের মূল তোরণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিউগল বেজে ওঠে। তারপর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শোভাযাত্রা প্রবেশের মুহূর্তে সমবেতে কণ্ঠে ছাত্রবৃন্দ গেয়ে ওঠে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে"। আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ মূল মঞ্চের ডানদিকে অগ্রসর হবার পর পঞ্চাশটি মশালসহ পঞ্চাশ জন ছাত্র সমগ্র মাঠ তিনবার পরিক্রমা করে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির সামনে উপস্থিত হয়ে অতিথিবৃন্দ ও শিক্ষকদের হাতে তা অর্পণ করে। সেই অগ্নিময় মশাল ও পুষ্পার্ঘ্য স্বামী বিবেকানন্দের চরণে নিবেদন করে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ছাত্রদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও স্যালুট

গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি অশোকমোহন চক্রবর্তী, আই এ এস, প্রাক্তন মুখ্যসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পতাকা উত্তোলন করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ। দেশাত্মবোধক গানের ভিত্তিতে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে ছাত্রবৃন্দ। এছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৌতম আশের নির্দেশনায় ছাত্রদের খালিহাতে সৌন্দর্যমূলক ব্যায়াম, যোগাসন ও জিমন্যাসটিকস্ প্রদর্শনের সময় করতালিতে সারা মাঠ মুখর হয়ে ওঠে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্মিত সুদৃশ্য মঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দজী মহারাজ। স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ। স্থানীয় বিধায়ক নিরঞ্জন পণ্ডিত প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোরা সর্বাধিকারী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সঙ্গীত ভবন, বিশ্বভারতী। তাঁর কণ্ঠে নিবেদিত 'বিশ্ববিদ্যা তীর্থপ্রাঙ্গণ' সঙ্গীতটি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর ছুঁয়ে যায়। সভাপতির ভাষণে অশোকমোহন চক্রবর্তীর বক্তব্য একদিকে যেমন সকলকে গভীরভাবে প্রাণিত করে তেমনি শিক্ষক ও ছাত্রদের আশু কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন করে দেয়। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী শিবপ্রদানন্দজী মহারাজ। উক্ত সভায় কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ, বহু প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবকবৃন্দ, প্রাক্তন ছাত্র, গ্রামবাসী ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার চারটি বৈদ্যুতিন মাধ্যম, আকাশবাণী ও প্রথমশ্রেণির দৈনিক সংবাদপত্রগুলি অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচারে আন্তরিক ভূমিকা পালন করেন।

গত ৪ মার্চ ২০১১ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পদার্পণ করেন এবং বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গৃহীত নানা কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ১৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ আয়োজিত শোভাযাত্রা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীতে স্থানীয় দুটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত ঐতিহ্যপূর্ণ 'কৃষ্ণযাত্রা' ও 'গদাই ও চিনু শাঁখারি' নাটক সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ ৩ এপ্রিল ২০১১ বিদ্যালয় প্রাঙ্গাণ ও ছাত্রাবাসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনিও সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয়ের নব-রূপায়ণ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ১৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে স্থাপিত ও কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত 'বিবেক বীথি' প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ। স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ ও স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসার জন্য স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ আমন্ত্রণ জানান।

গত ১৬ এপ্রিল ২০১১ বিদ্যালয় প্রার্থনাগৃহে একক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বামী প্রাণেশ্বরানন্দজী মহারাজ নিবেদিত ভক্তিগীতি ছাত্র, শিক্ষক ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করে দেয়।

গত ১৮ এপ্রিল ২০১১ সকাল ১১টায় মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক 'বিবেক দিশা' শীর্ষক অনলাইন শিক্ষার শুভ সূচনা অনুষ্ঠান প্রার্থনাগৃহে ও পরে বিদ্যালয় ভবনের 'বিবেক দিশা' কক্ষে সম্পন্ন হয়। রামকৃষ্ণ

মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজিত এই প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ এবং প্রধান অতিথি ও উপস্থাপক হিসাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বামী দিব্যসুখানন্দজী মহারাজ তাঁদের বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, কর্পূর আরতি, সমবেত সঙ্গীত, স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা সংযোজিত করে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ উক্ত সভায় উপস্থিত থেকে প্রকল্পের শুভ কামনা করেন এবং আশীর্বাণী দেন। স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ সকলকে স্বাগত জানান। স্বামী শিবপ্রদানন্দজী মহারাজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পাঠক্রমের প্রেক্ষিতে মহাকাশ ও তথ্য-সংযুক্তি-নির্ভর মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক অনলাইন শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা উপস্থিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও সর্বজনমনে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চার করে।

বিদ্যালয়ে সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

নির্মাণমূলক কর্মসূচি ঃ

১) প্রাক্ বৃত্তি কারিগরি শিক্ষণকেন্দ্রের পুরনো গৃহের সংস্কারসাধনের মাধ্যমে সেটিকে বিদ্যালয়ের সভাগৃহ (স্বামী বিবেকানন্দ সভাগৃহ) হিসাবে রূপান্তর সাধন

২) রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পাঠক্রমের প্রেক্ষিতে মহাকাশ ও তথ্য-সংযুক্তি-নির্ভর মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক অনলাইন শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা

৩) শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য পৃথক মোটর সাইকেল / সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ।

৪) ছাত্রদের জন্য বাস্কেট বল খেলার ব্যবস্থাপনা।

বিগত পঞ্চাশ বছরের সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান শুধুমাত্র কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের মত মহতী প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস হতে পারে না। কারণ যে - প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ঐহিক ও পারমার্থিক জীবনের কাল্পনিক ভেদ মুছে দিগন্তের অনন্তে প্রসারিত হয়েছে, তাকে কালের বন্ধনীতে বাঁধা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে তাঁর একমাত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন তারিখের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "আমার আদর্শ বস্তুত সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই যে, মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার শুরু করতে হবে এবং সব কাজে সেই দেবত্ববিকাশের পন্থা নির্দেশ করে দিতে হবে।... জীবনে এর চেয়ে বড় কী আছে? এর চেয়ে বড় কী কাজ আছে?" ফলে উক্ত আদর্শের নিরিখে এই প্রতিষ্ঠানের চলমানতা সেই ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করার ব্রত গ্রহণ শ্রেয়স্কর।

ইতালিও পদার্থবিদ্ এতোরর মায়োরানা সম্পর্কিত একটি অনন্য জীবনীগ্রন্থ 'আ ব্রিলিয়ান্ট ডার্কনেস' সম্প্রতি চিন্তার জগতে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। সেই স্বল্পকালজীবী বিজ্ঞানী 'নিউট্রিনো' (যাকে বলা হচ্ছে 'নিউ উইনডো টু দ্য ইউনিভার্স') নামের এমন এক সূক্ষ্ম কণার সন্ধান দিয়েছেন যার অ্যান্টি পারটিকল-এর সঙ্গে ফারাকটুকু উধাও। ফলে 'নিউট্রিনো' এবং 'অ্যান্টি-নিউট্রিনো' হুবহু এক। এই 'নিউট্রিনো' নামের আজব কণা তাই একই সঙ্গে বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ এবং অতীত — দুদিকেই ছুটছে। ধরা যাক, নিউট্রিনো

যদি কোন মানুষের নাম হয় তবে সে বুড়ো হচ্ছে আর তরুণও হচ্ছে। তার অন্যতম একটি অর্থ হল কালের বা সময়ের সাধারণ বিভাজন আপেক্ষিক তত্ত্বের আঙ্গিকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। ফলে 'দেবত্ব' শব্দ ব্যবহার করে স্বামী বিবেকানন্দ যে 'অনন্ত' বোধের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন তার শেষ কথা বলা সমীচীন নয়।

তবু দৈনন্দিন জীবনে সময়ের যে আপাত বিভাজন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাকে স্বীকার করেও অনাগত ভবিষ্যৎ-এর দিকে অগ্রসর হতে হয়। কারণ আগামী ঈশারা জীবনকে থেমে থাকতে দেবে না। সেই আগুয়ান জীবনের পথে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের চলমানতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর সব পদাতিক স্বামী বিবেকানন্দের যে আশীর্বাদ হৃদয়ের গভীরে পরম যত্নে ও আদরের সঙ্গে লালন করেন তা হল ঃ "আমি কোনদিন কর্ম থেকে ক্ষান্ত হব না, যতদিন না জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করছে, ততদিন আমি সর্বত্র মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে থাকব।"

ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে আজ ছাপ্পান্ন বছরের পথ অতিক্রম করলো কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়। এ যেন অনন্ত যাত্রা। কত প্রতিবন্ধকতার খানাখন্দ অতিক্রম করে আজও স্বগৌরবে এগিয়ে চলেছে এই বিদ্যালয়। যেন সে 'চরৈবেতি' মন্ত্রে দীক্ষিত। যাঁদের হাত ধরে এই বিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়েছিল, তাঁরা কেউ-ই আজ বিদ্যালয়ে উপস্থিত নেই। কিন্তু অলক্ষ্য থেকে তাঁরাই চালিকা শক্তির উৎস হয়ে আছে। বর্তমান বিদ্যালয়, নবাগতদের হাত ধরে সমানতালে এগিয়ে চলেছে তার গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখতে। এই দীর্ঘ পথ চলার মাঝে-মাঝেই বিদ্যালয়, যে সকল গৌরব কুড়িয়ে নিয়েছে তা সকলকে গৌরবান্বিত করে এবং অনুপ্রাণিত করে এই বিদ্যালয়ের কীর্তি ধ্বজা উঁচুতে তুলে ধরতে।

২০১২ সাল বিদ্যালয়ের কাছে এক গৌরবময় বছর। ১৯৬২ থেকে যাত্রা শুরু করে সুবর্ণজয়ন্তীতে নানাবিধ কার্যপ্রণালীর মধ্য দিয়ে বছরটিকে গর্বের সঙ্গে পালন করে বিদ্যালয়। তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মহারাজ স্বামী শিবপ্রদানন্দজী নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গঠনমূলক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয়ের গৌরবকে, গরিমাকে সুবভিত করেন। পুরানো জরাজীর্ণ বিল্ডিং যা পিভিটিসি অর্থাৎ প্রাক্ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল, এই শিক্ষাকেন্দ্র নানাবিধ কারণে প্রাসঙ্গিকতা হারালে সেই ভগ্নপ্রায় গৃহকে নতুন ছাঁচে ঢেলে রূপ দেওয়া হয় সভাগৃহের বা অডিটোরিয়াম গৃহের। এই সভাগৃহ বর্তমানে 'বিবেকানন্দ সভাগৃহ' নামে পরিচিত। এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হয়। আর এই সভাগৃহের মঞ্চেই ছাত্ররা বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করে। এ যেন ছাত্রদের কাছে মূল্যবান উপহার। মেহগিনি বাগানেই তৈরী করা হয় সুবর্ণ জয়ন্তী তোরণ। এই মঞ্চেই বিভিন্ন সংগীতানুরাগী ও নাট্যপ্রেমী মানুষের আগমন ঘটে। এই মঞ্চে এসেছিলেন বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার মনোজ মিত্র। এই বছরই বিদ্যালয়ের ছাত্র অয়ন সরকার গোলপার্কের Institute of Culture-এ অনুষ্ঠিত একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। মহারাজ চেয়েছিলেন লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্ররা নানাবিধ গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ লাভ করুক। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফুটবল, বাস্কেটবল এবং ক্রিকেট খেলার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। আর খেলাধূলার পরিকাঠামো নির্মাণেও প্রয়াসী হন। এতদুপলক্ষ্যে কিছু বিশেষজ্ঞ খেলোয়ার, যাঁরা স্বীয় জগতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাদেরকেও বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। ছাত্রদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী মাননীয় মদন মিত্র মহাশয়কেও বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। মন্ত্রী মহাশয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করে, বিদ্যালয়ের খেলাধূলার উন্নতিকল্পে দেড় লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

জীবনে চলার পথ সবসময় মসৃণ হয় না। চড়াই-উৎরাই ও বন্ধুর পথে চলতে চলতে মানুষ যেমন ক্ষত বিক্ষত হয়, তেমনি বিদ্যালয়ের চলার পথও সহজ নয়। প্রধান শিক্ষক মহারাজ শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবুও বিদ্যালয়ের উন্নয়নের ধারা থেমে থাকেনি। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুযায়ী চরিত্রবান মানুষ গঠনের লক্ষ্যে নতুন চিন্তা ভাবনাও শুরু করেছিলেন। ফলে ২০১৩ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা মাধ্যমিক পরীক্ষায় সামগ্রিক সুন্দর ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও সামান্য কিছু নম্বরের জন্য রাজ্য মেধা তালিকায় স্থান হয়নি।

২০১৪ সালকে বিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বছর বলে চিহ্নিত করা যায়। বিদ্যালয়ের সূচনাকাল থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক মহাশয়েরা সমবেতভাবে প্রয়াসী ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানকে অটুট রেখে এগিয়ে যেতে। মাধ্যমিকের ফল-ই যেখানে বিদ্যালয়ের উন্নয়নের মাপকাঠি, সেখানে মাধ্যমিকের ফলকে কীভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা যায় তা নিয়ে সকলেই সর্বতভাবে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে বিদ্যালয়ের সম্মানকে শীর্ষে স্থাপন করে, বিদ্যালয় রত্ন অর্ণব মল্লিক, রাজ্য মেধা তালিকায় সে প্রথম স্থান অধিকার করে। আর সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের আর এক রত্ন অমর্ত্য পালও অষ্টম স্থান অধিকার করে। যার ফলে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রের মধ্যে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মতো আত্মবিশ্বাসের জন্ম নেয়। কিন্তু সেখানে আত্মতুষ্টির কোনো স্থান ছিল না। এ হেন সাফল্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সকলকেই আনন্দিত করেছিল সন্দেহ নেই। এই সাফল্যের গতি শ্লথ হওয়ার পূর্বেই পুনরায় নতুন উদ্যমে প্রচেষ্টা শুরু হয় মেধা তালিকায় আরও বেশি সংখ্যাক ছাত্রকে স্থান দিতে।

২০১৩-র ডিসেম্বর মাসে প্রধান শিক্ষক স্বামী শিবপ্রদানন্দজী মহারাজ বদলি হয়ে চলে গেলেন। তাঁর স্থান অলংকৃত করেন স্বামী জনেশ্বরানন্দজী মহারাজ। তিনি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেন ২০১৪ সাল থেকে। তাঁর সময়ের এই অভাবনীয় সাফল্য কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়কে এক নতুন পরিচয় প্রদান করেছিল। এ গৌরব কেবল বিদ্যালয়ের নয় সমগ্র কামারপুকুরের।

সম্মিলিত প্রয়াস সত্ত্বেও ২০১৫ মাধ্যমিক ফল ততটা ভালো হয় নি। মেধা তালিকায় প্রথম দশজনে স্থান করতে পারলো না বিদ্যালয়। এই বছরেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন স্বামী যাদবেশানন্দজী মহারাজ। তিনি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে নবরূপ দিতে প্রয়াসী হন। তিনি ছাত্রদের জন্য বেলুড়ের বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত অনলাইন ক্লাস করার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য একটি স্মার্ট ক্লাসের ব্যবস্থা করেন ও ছাত্রদের জন্য একটি লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা উন্নয়নের পাশাপাশি বিদ্যালয় গৃহ ও পরিবেশের প্রতিও তাঁর সুনজর ছিল। বিদ্যালয়ের ছাদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বিদ্যালয়ের প্রধান ভবনের সংস্কার করেন। বর্ষাকালে ছাদের ভিতর দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ত এবং দোতলা স্যাঁৎস্যাঁতে হয়ে যেত। তাই বিশেষভাবে ছাদের সংস্কার করা হয়েছিল। ফলে বর্তমানে এ সমস্যা দূরীভূত হয়েছে। কিছু সাফল্য কিছু ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয় তার যাত্রাপথকে অক্ষুন্ন রাখে।

২০১৬ তে বিদ্যালয়ের হৃত গৌরব কিছুটা হলেও পুনঃ অর্জিত হয়। এ বছর মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীরা ভীষণ ভালো ফল করে। বিদ্যালয়ের ছাত্র অন্তরূপ মণ্ডল রাজ্য মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করে। সেই সঙ্গে অন্যান্য ছাত্ররাও তুলনামূলক ভালো ফল ক'রে বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করে। আর সেই সঙ্গে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্ররাও তাদের পড়াশোনা ও সংস্কৃতিচর্চায় বিশেষ মনোযোগী হয়েছিল।

আলোর বিপরীতে অন্ধকার যেমন থাকে, তেমনি বিদ্যালয়ের সাফল্যের আড়ালে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও ছিল। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থগার ছিল না। তাই জ্ঞানের স্পৃহাকে বাড়াতে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই সমস্যা হচ্ছিল। আর তাই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে বিদ্যালয় আরামবাগ লোকসভার সদস্যা শ্রীমতী অপরূপা পোদ্দার মহাশয়ার কাছে উক্ত বিষয়ে সাহায্য চেয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদনে সাড়া দিয়ে মাননীয়া সদস্যা অবিলম্বে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আর পাঁচ হাজারের বেশি বই সংরক্ষণ করা যাবে, এ হেন গ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা বিদ্যালয়ে প্রদান করেন। আজ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আমাদের গর্ব।

সময়ের ধারাস্রোতে নানান ঘাত-প্রতিঘাতকে অতিক্রম করেও ২০১৭ সাল বিদ্যালয়ের কাছে আর এক বিশেষ স্মরণীয় বছর। শিক্ষা-ক্রীড়া-সংস্কৃতিচর্চায় এই মহতী প্রতিষ্ঠানটি তার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখে। বিদ্যালয়ের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় উক্ত সমগ্র বছরটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করে। ঐ বছরটিতে বিদ্যালয়ের গর্ব নব্যেন্দু ঘটক মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মেধা তালিকায় কৃতিত্বের সাথে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। আর সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্ররাও নজরকারা ফলাফল করে বিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করে। মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে পথ চলাতে সাময়িক বাধা বিপত্তি আসতে পারে কিন্তু তাকে জয় করার প্রচেষ্টার মাধ্যমেই জীবনের সার্থকতা লুক্কায়িত। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও উক্ত বছরটিতে সামান্য কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আশীর্বাদে বিদ্যালয় তা কাটিয়ে উঠেছিল। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত ও রুচিসম্মত শৌচালয়ের বড়ই অভাব ছিল। রাজ্য সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে একটি শৌচালয় ও স্নানাগারের আলাদা ঘর নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব বোধ করতো ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই। দীর্ঘদিনের সেই সমস্যা মেটানোর জন্য মেহগিনি বাগানের কাছে একটি নতুন পাম্প বসিয়ে সে সমস্যা দূরীভূত করা হয়। ঐ বছর (২০১৭) শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষতা ও সার্বিক বিকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়কে 'Best School Award' প্রদান করে। যা শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জগতে একটি মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাদপ্তর সমগ্র রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সার্বিক গুণগতমানের মানদণ্ডে আমাদের বিদ্যালয় সাফল্যের সাথে তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে।

২০১৮ সালে বিদ্যালয়ের কার্যপ্রণালীকে নতুনরূপে সজ্জিতকরণ করেন প্রধান শিক্ষক স্বামী তদ্‌বিদানন্দজী মহারাজ। ওনার সদ্ ইচ্ছা ও পরিকল্পনায় এবং শিক্ষক-শিক্ষকর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় উক্ত বছরটিও বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। তদীয় বছরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় রাজ্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে না পারলেও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ফলাফল হয় সন্তোষজনক।

উক্ত বছরের জুন মাসে স্বামী তদ্‌বিদানন্দজী বর্ধমানে শ্যামসায়র আশ্রমে দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলে উক্ত মাসের ১৮ তারিখে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী কল্যাণেশানন্দজী মহারাজ। ইনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বিদ্যালয়কে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হন। গীতার বাণীতে আছে কর্মই ধর্ম স্থাপনের একমাত্র পথ। আর তাই বিবেকানন্দের কর্মযোগের ভাবধারাকে বিদ্যালয়ের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করায় উনার প্রধান কাজ। প্রথমেই তিনি পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির অভিভাবক অভিভাবিকাদের নিয়ে আলোচনায় বসেন, শিক্ষার উৎকর্সতার জন্য, তারপর তিনি বিদ্যালয় পরিকাঠামোগত

কিছু রদবদল ও পুনর্মার্জন করেন। একটি শ্রেণিকক্ষ ও কম্পিউটার কক্ষের মধ্যবর্তী দেওয়ালটি সরিয়ে পুনঃ সংস্কার করে ঐ কক্ষটিকে বর্ধিত করেন। আর সুসজ্জিত করার জন্য বেশ কিছু নতুন কম্পিউটার কেনা হয়। যাতে করে ছাত্ররা সানন্দে কম্পিউটার শিখতে পারে।

গভীর সংস্কৃতিমনস্ক এই মহারাজ ছাত্রদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দক্ষ ক'রে গড়ে তুলতে নিজে উৎসাহদানের দায়িত্ব নেন। বিশেষ করে গানের জগতে তাদের ঋদ্ধ করতে মহারাজ বিশেষ উৎসাহ দেন। সংস্কৃতিচর্চায় ছাত্রদের পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদের বেহালা, তবলা, গান, বাঁশি, সিন্থাসাইজার (কীবোর্ড), অঙ্কন, সুন্দর হাতের লেখা ছাড়াও কম্পিউটার প্র্যাকটিক্যাল ও ফুটবল খেলা শেখার সমস্ত ব্যবস্থা করেন। বিদ্যালয়ের পালনীয় দিনগুলিতে ছাত্ররা যাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে, তার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, যাতে ছাত্ররা আদর্শ ছাত্র ও ভবিষৎ আদর্শ নাগরীক হয়ে উঠেত পারে। এত কিছু কর্মকান্ডের মধ্যেই আবার একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে পরমপূজনীয় প্রেসীডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং পূজনীয় ভাইস্ প্রেসীডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী বাগীশানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ বিদ্যালয়ে পদর্পণ করেন।

শিক্ষা আনে চেতনা আর চেতনা মনের বিকাশ ঘটায়। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তায় — শিক্ষা এমন হবে যা, শিক্ষার্থীর আত্মশুদ্ধি, আত্মোপলব্ধি ঘটাবে আর সেই কাজটাই দীর্ঘদিন ধরে এই বিদ্যালয় একনিষ্ঠতার সাথে করে আসছে। বিগত বছরের সাফল্য ব্যর্থতার নিরিখে ২০১৯ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকল্পনা এবং মাধ্যমিক ফলাফলের উন্নতির জন্য বেশ কিছু নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। চলতি বছরে বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ছাত্ররা তিন নম্বরের জন্য সর্বোচ্চ মেধাতালিকায় স্থান পায়নি। তবে সার্বিকভাবে বিচার করলে ফলাফল ভালোর দিকেই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহারাজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরিপূর্ণতার কথা মাথায় রেখে প্রি-মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রধান পরীক্ষকদের (হেড্ ইক্সজামিনারদের) বিদ্যালয়ে এনে ছাত্রদের মনোবল বৃদ্ধি ও খুঁটিনাটি ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য স্পেশাল ক্লাসের ব্যবস্থা শুরু করেন। মহারাজজী সংগীত ও নাট্যচর্চায় ছাত্রদের বিশেষ পারঙ্গম করে রেলুড় মঠ ও পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে নিয়ে গেছেন, আর সেখান থেকে সাফল্য ও উচ্চ প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। মহারাজের পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০১৮ সালে আমাদের ছাত্ররা তাদের নিজেদের একটি নতুন জামা ও প্যান্ট দুর্গাপূজার সময় দুঃস্থ ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়ে ছিল। এককথায় বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি, প্রধান শিক্ষক মহারাজ থেকে শুরু করে (সহকারী প্রধান শিক্ষক মনিশঙ্কর কুন্ডু, গৌতম পাত্র) সহ সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবৃন্দ প্রতেক্যেই সাধ্যানুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে এই বিদ্যালয়কে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের সেরা বিদ্যালয়ে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষে স্কুল বিল্ডিং-এ ইলেকট্রিক ওয়ারিং এর পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজ করা হয়। আর বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ ঘাটতি কমানোর জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ প্রকল্প হিসাবে খুব তাড়াতাড়ি গ্রন্থাগারের ছাদে 'সোলার প্যানেল' বা সৌর বিদ্যুৎ পরিকাঠামো বসানোর ব্যবস্থা করা হবে। মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবার কারণে দোতলার বারান্দার পুরানো টিন পরিবর্তন করে নতুন টাটার টিন লাগানো হয় এবং তাপ নিরোধক কাঠের প্লাইও লাগানো হয়। আধুনিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে এমন একটি বড়ো চারতলা স্কুল বিল্ডিং এর প্রকল্পও বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলেছে।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়কে যাঁরা একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সততা, কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ধন্য। বর্তমানে বিদ্যালয়কে যারা ভবিষ্যতে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলতে চান তাঁরাও ধন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্কুলের সহকারী শিক্ষক স্বর্গীয় সঞ্জয় ভট্টাচার্য মহাশয় এ বৎসর ১২ই এপ্রিল ২০১৯ একটি ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় মারা যান এবং বাংলা বিভাগকে একটি সাময়িক বড় ধাক্কা পেতে হয়। যাইহোক, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয় তার চলার পথকে প্রশস্ত করে চলেছে। আশা রাখি আগামী দিনেও এই বিদ্যালয় শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজী মহারাজের কৃপায় স্বমহিমায় আপন গৌরব বজায় রাখবে এবং সকল ছাত্রকে মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা বিতরণ করবে। আগত সকল প্রজন্মের নিকট এ বিদ্যালয় সত্যিই আদর্শ বিদ্যার আলয় হয়ে উঠবে।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষ অতি সন্তোষজনকভাবে শুরু হয়েছিল। ছাত্র-শিক্ষক সকলেই গর্বিত ছিল বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ফলাফলের উপর। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছিল নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে। জানুয়ারি মাসে উদ্‌যাপন করা হয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা। যে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সর্বলোকানন্দ মহারাজ। এই বৎসরও অনান্য বৎসরের ন্যায় বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সরস্বতী পূজা মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়েছিল। তবে সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয়েছিল নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন অরূপ রাহা (এয়ার চিফ্ মার্শাল)। এছাড়াও ছিলেন সুপ্রিয় অধিকারী ও অমল ঘোষ মহাশয় নামক প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। এই বৎসরই আমাদের এক সহকারী শিক্ষক সাগরচন্দ্র সেন তাঁর শিক্ষক পদ থেকে ইস্তফা দেন অন্যত্র ভালো সুযোগ পাওয়ার জন্য।

এই শিক্ষাবর্ষ ভালোই চলছিল। হঠাৎ কালো মেঘের ন্যায় উদয় হয় কোভিড-১৯ এবং সকলের আশা-আকাঙ্খা শেষ হয়ে যায়। সরকার ১৬ই মার্চ ২০২০ সালে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করেন। এরপর ২৩শে মার্চ, ২০২০ সরকার লক্-ডাউন ঘোষণা করেন। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রহীন বিদ্যালয় বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দিশাহারা ছাত্র-শিক্ষক সকলেই। গৃহবন্দী ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য আমাদের বিদ্যালয় Whats'app Group এর মাধ্যমে সকল ছাত্র ও শিক্ষককে এক সূত্রে বাঁধে এবং শুরু হয় অনলাইন পাঠদান। নিরন্তর পরীক্ষা চলতে থাকে কিভাবে আরো ভালো করে ছাত্রদের পাঠ দেওয়া যায়। এই ব্যাপারে যে সমস্ত শিক্ষক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন সুজন চ্যাটার্জী, পলাশ ঘোষ ও মণিশঙ্কর কুন্ডু। এরপর প্রত্যেক শিক্ষক প্রাণপণ চেষ্টা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনলাইন ক্লাস চালিয়ে নিয়ে যান। বিদ্যালয় শিক্ষক মহাশয়গণের এই প্রচেষ্টাকে সারাজীবন মনে রাখবে।

যাইহোক এই বিশ্ব মহামারীর জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে দেরী হয়। অবশেষে ১৫ই জুলাই ফল প্রকাশ হয়। এই বৎসর 122 জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে 120 জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। সর্বোচ্চ নম্বর পায় শুভজিৎ মল্লিক (679 out of 700), State Rank এর খুব কাছাকাছি গিয়েও থেমে যায় শুভজিৎ। তবে গড় ফলাফল এই জেলায় তথা সমগ্র রাজ্যে সকলের কাছে ঈর্ষনীয়।

চরম কোভিড সংক্রমণের মধ্যে 2020 শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়। সকল ছাত্র পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ 2021 শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ হয়। তাদের ক্রমিক সংখ্যা এবং বিভাগ অপরিবর্তিত থাকে। ৯২৯ জন ছাত্র নিয়ে

শুরু হয় শিক্ষাবর্ষ, কিন্তু করোনার নাগপাশ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। তাই জানুয়ারীর 4 তারিখ থেকে পুনরায় অন-লাইন ক্লাস শুরু হয়। সকল শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় এই বৎসর স্বামীজির জন্মদিন পালন করা হয় Virtually। আমাদের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছিল। এই অনুষ্ঠান Youtube-এর মাধ্যমে ছাত্রদের দেখানো হয়। 23শে জানুয়ারী ও 26শে জানুয়ারীও পালন করা হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে, তবে সমারোহ ছিল না। ইতিমধ্যে কোভিড সংক্রমণ একটু কমায় সরকার 12th February থেকে বিদ্যালয় খুলে দেন Class IX ও X এর জন্য। আমাদের শ্রেণীকক্ষ বড় না হওয়ায় আমাদেরকে Open air ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করতে হয়। V থেকে VIII পর্যন্ত চলে অনলাইন ক্লাস এবং IX & X চলে অফলাইন ক্লাস। ছাত্রদের উপস্থিতির হার খুব ভালো ছিল। সরকারী অর্থ সাহায্যে নতুন বিদ্যালয় ভবন 'Diamond Jubilee Building' এর ভিত্তি স্থাপন করেন স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০২১। ঐ দিনই তিনি হস্টেলের নতুন ভবনের উদ্‌বোধন করেন।

কোভিড-১৯ এর ডেল্টা ঢেউ আবার গ্রাস করে মানুষের জীবনকে। ফলে আবার শিক্ষালয় বন্ধের সরকারী নির্দেশ আসে। স্বাভাবিকভাবেই পঠন-পাঠন সামগ্রিকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ১৯শে এপ্রিল থেকে। তবে আমাদের ছাত্রদের ক্লাস বন্ধ হয়নি। শিক্ষক মহাশয়দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চলতে থাকে অন-লাইন পাঠদান।

১৫ই আগস্ট ২০২১ আমাদের বিদ্যালয়ের Youtube চ্যানেল শুরু হয় এবং ঐ দিনের অনুষ্ঠান সরাসরি ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ২০২১ ইতিহাসের শিক্ষক সুভাষ চন্দ্র মন্ডল কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। যাইহোক করোনা সংক্রমণ একটু কম হওয়ায় আবার IX ও X এর ছাত্রদের নিয়ে ১৬ই নভেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হয় সরকারী নির্দেশে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঐ ছাত্রদের।

২০২২ সালে ৯৫৩ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় শুরু হয় জানুয়ারির ৩ তারিখ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে। কারণ কোভিড-১৯ এর ওমিক্রন রূপ আবার বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যাইহোক ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখে আবার VIII, IX ও X এর পাঠদান শুরু হয় বিদ্যালয় কক্ষে। ৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে V to VII এর পাড়ায় শিক্ষালয় প্রকল্প শুরু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সপ্তাহে দু-দিন প্রতিটি ক্লাসের V to VII; এরপর ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে সব ক্লাসের জন্য বিদ্যালয় খুলে যায়। এতদিন বিদ্যালয় ভবন সন্তান হারা জননীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টার সময় যখন প্রায় ৯০০ জন ছাত্র মুখে মাস্ক ও স্কুলের ইউনিফর্ম প'রে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠগ্রহণ করতে শুরু করে তখন বিদ্যালয় ভবনটিকে মনে হয় যেন স্নেহময়ী জননী তার সন্তান সম্পদে গর্বিত হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয়ের প্রার্থনা কক্ষ ও খেলার মাঠ প্রাণবন্ত ও বিজয়ী। অবশ্য গত দু-বছরে খেলার মাঠ ছিল বিবর্ণ। পঞ্চায়েতের ১০০ দিন কর্মপ্রকল্পের শ্রমিকরা পরম যত্নে ও মমতায় খেলার মাঠকে নতুন জীবন দান করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ডায়মন্ড জুবিলি স্পোর্টস্ মিট ২০২২ শুরু হয়। এছাড়াও ডায়মন্ড জুবিলির স্মারক হিসাবে সমগ্র বিদ্যালয় ভবনটি নতুন করে রঙ করা হয়। পরিশেষে বলা যায় ছাত্রদের পেয়ে বিদ্যালয় ভবন অন্তরঙ্গে ও নতুন রঙের ছোঁয়ায় বহিরঙ্গে রাঙা হয়ে উঠেছে।

—o—